যায়যায়দিন
৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ শনিবার

উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে 'গুড গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ'

ড. এম আজিজুর রহমান

Good Governance অর্থ হচ্ছে ভালো থেকে-উত্তম প্রশাসন। সাইদ আহসানুল আলম, Road Map to Good Governance in Bangladesh (2007) এর মতে উত্তম প্রশাসন পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হচ্ছে- স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন, স্বাধীন প্রচার মাধ্যম এবং বাক-স্বাধীনতা, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণার্থে বিনিয়োগ, স্বাধীন এবং ফলপ্রসূ পার্লামেন্ট, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন; স্বাধীন তদন্ত ও ন্যায়পাল ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগ-বান্ধব প্রশাসনিক পরিবেশ।

আওয়াল হোসেনের Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament মতে উত্তম প্রশাসনিক উপকরণগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যের সহজলভ্যতা, সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রয়োগ করতে জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি প্রয়োজনমাফিক সরকারি ইশারা, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর ন্যায্য বিতরণ ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রাহক বা নাগরিক পরিতৃপ্ততা এবং সামাজিকভাবে জাতীয় উৎপাদনের সুষ্ঠু বিতরণ বা দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। জনসাধারণ, বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদি অনেকের মতে বাংলাদেশে প্রশাসনিক অবকাঠামো বা প্রশাসন কোনোভাবেই উত্তম পর্যায়ের নয়। কারণ অনেক; যেমন দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, প্রশাসনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আত্মীয়করণ, আইনের শাসনের অপ্রতুলতা, সরকারি সম্পদের অপচয় ইত্যাদি।

ওপরের উপকরণগুলো রাজনৈতিক ও প্রশাসন যন্ত্রের সরাসরি সংশ্লিষ্টতায় উল্লিখিত কিছু উপকরণ যা উত্তম প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠন ও প্রয়োগে বিশেষভাবে সহায়ক। উল্লেখ্য, উত্তম প্রশাসনের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। তাই সবার আগেই চলে আসে মানব জীবনের জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলোর কথা। যার কোনো উল্লেখ ছাড়া উত্তম প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে সাধারণ মানুষসহ সবারই প্রয়োজন ডাল-ভাত বা মাছ-ভাতের নিরাপত্তা। মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সরকারি মনোভাব, উৎপাদনশীল প্রশাসনিক অবকাঠামো, ইত্যাদির উল্লেখ উত্তম প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদানে বিশেষভাবে সহায়ক। অতি সম্প্রতি বিশ্ব উন্নয়নের সাফল্যের ইতিহাস থেকে যা অর্জন করা যায় তাহলো উন্মুক্ত-বাজার, উন্মুক্ত-অর্থনীতি এবং বেসরকারিখাত। দেশি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রশাসনের মনোভাব যদি উদার ও উন্মুক্ত বাজারমুখী না হয় তাহলে মানুষ তার ইতিবাচক স্বার্থপরতা কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পথে এগোতে পারে না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকা পড়ে থাকে।

তাই উত্তম প্রশাসনিক অবকাঠামোতে তদ্রূপ সরকারি উদার মনোভাবের প্রতিফলন অতি গুরুত্বপূর্ণ। উন্মুক্ত-বাজার, উন্মুক্ত-অর্থনীতিতে ভোক্তা হিসেবে আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আশা করি। আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে Free Market economy কোনো কোনো সময় বিভিন্ন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। যেমন, Negative externalities, একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি। Negative externalities এর মধ্যে বায়ু, পানি এবং পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি অন্যতম। এখানে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের ওপর কর আরোপ করে সরকারি হস্তক্ষেপ অবশ্যই উত্তম প্রশাসনের অংশবিশেষ। আবার একচেটিয়া বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে নিম্নমানের দ্রব্যাদি বেশি মূল্যে ক্রয় করতে হয়। ভোক্তা হিসেবে আমরা অতৃপ্ত থাকি। উত্তম প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিশ্চয়তা প্রদান। যেখানে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকবে, দ্রব্যসামগ্রীবিষয়ক তথ্যাদি জনগণের কাছে সহজলভ্য হবে, সবারই ব্যবসায় বাণিজ্য করা ও না করার সমঅধিকার থাকবে ইত্যাদি। আবার Public goods যেমন- রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি সামাজিক মূলধন গঠনে ব্যক্তি মানুষ এগিয়ে আসবে না। এ ধরনের Public goods তৈরিতে সরকারি হস্তক্ষেপ উত্তম

প্রশাসনের অংশবিশেষ।

সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের গুরুদায়িত্ব সরকারের ওপরেই বর্তায়। জনবহুল দেশে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের সরকার ও সরকারি আয়ের স্বল্পতার কারণে সরকার যখন ব্যর্থ হয় তখন বাধ্য হয়ে এগুলো গুরুদায়িত্ব বেসরকারি খাতেই ছেড়ে দেয়। আবার সরকারি নীতিমালা যদি শুধু Quality-quality করে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা উত্তম প্রশাসনের সার্থকতা বা স্বাক্ষর বহন করে না। মনে রাখতে হবে, সর্বোচ্চ মান-নিয়ন্ত্রণ জনবহুল বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে কোনোমতেই সম্ভব নয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাখাতের গুরুদায়িত্ব অর্থনীতির ভাষায় এক অদৃশ্য শক্তির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সরকার উৎপাদন খাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না, বরং উদার ও উৎপাদনমুখী নিয়ম-নীতির মাধ্যমে উন্মুক্ত বাজার নামক অদৃশ্য শক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার জনবহুল দেশে সেবা খাতের দায়িত্ব অবশ্যই বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেবে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবে উদার ও উৎপাদনমুখী প্রশাসন যন্ত্র তৈরি ও প্রয়োগ করবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন সেবাখাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবশ্যই চলে আসবে। সংশ্লিষ্ট একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন, মাননিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দেয়ার যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর কোনো মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল ইত্যাদি সেক্টরে বিনিয়োগ হচ্ছে না। নেতিবাচক প্রশাসনিক মনোভাবের কারণে রাশিয়া ও চায়নার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় শত বছর ধরে শুধু হুঁধষরঃ-যঁধষরঃ করে তারা তেমন কিছু পায়নি। ফিরে এসেছে উন্মুক্ত-বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে। এখন চায়না ও রাশিয়াসহ পশ্চিমা

> বাংলাদেশে উত্তম প্রশাসনের অংশ হিসেবে উন্মুক্ত-বাজার অর্থনীতি, উদার ও উৎপাদনশীল নীতি নির্ধারণ, বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ খাতে সামাজিক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নয়ন এবং আয়কর আদায়ের আওতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অবশ্য উত্তম প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দেশগুলোর মতো উন্মুক্ত বাজারের আওতাধীনে মানসম্পন্নভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সব রকমের দ্রব্যসামগ্রী তারা পাচ্ছে। তাই ওপরে বলা হয়েছে সঠিক নীতিমালা গ্রহণ হচ্ছে উত্তম প্রশাসনের অংশবিশেষ। চৌকস আয়করনীতি অবশ্যই উত্তম প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারি আয় ছাড়া ব্যয় করা সম্ভব নয়। গ্রহণযোগ্য বেতন কাঠামো, সামাজিক মূলধন গঠন রাস্তাঘাট মেরামতসহ জনকল্যাণমুখী কিছুই করা যায় না। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নীতিমালা গ্রহণ না করে শুধু উত্তম প্রশাসনের কথা বললে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে না। সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশে কর আরোপের সংস্কৃতি বলতে তেমন কিছু নেই। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লাখ। তার ভেতর মাত্র প্রায় ২৭ লাখ লোকের Tax Indentification Number (TIN) আছে। আবার প্রকৃত করদাতার সংখ্যা বিস্ময়করভাবে মাত্র প্রায় ৭ লাখ। অর্থাৎ এখানে শতকরা মাত্র ০.৫ ভাগ লোক কর প্রদান করে যা দিয়ে কোনো প্রশাসন চলতে পারে না, উত্তম প্রশাসন তো দূরের কথা। সরকারকে জাতীয় আয় থেকেই মূলধন গঠন, সামাজিক কার্যক্রম, জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্যবিমোচন ইত্যাদি অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করাই হচ্ছে উত্তম প্রশাসনের অংশবিশেষ। আর প্রশাসন যদি tax-এর আওতা না বাড়িয়ে শুধু বাজেট ঘাটতি পূরণ সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর tax আরোপ, বেসরকারি খাতের ছাত্র বেতনের ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) আরোপ ইত্যাদি করে যেগুলো জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা উত্তম প্রশাসনের লক্ষ্য হতে পারে না। উত্তম প্রশাসনের লক্ষ্য হবে উৎকর্ষতার সঙ্গে মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নয়ন। যেমন মানুষের স্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, বয়স্ক শিক্ষা হার বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ভর্তি বৃদ্ধি, মাথা প্রতি Gross Domestic Product (GDP) বৃদ্ধি ইত্যাদি। সংক্ষেপে Human Development Index (HDI)-এর উন্নয়ন করতে না পারলে কোনো প্রশাসনই উত্তম হতে পারে না।

উপসংহারে বলা যেতে পারে- Good Governance is just a good governance. Too much of a good governance may not be a good governance. Best government is the least government and least governance is good governance. Small government and her small governace is better than big government and her big goverance. উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা একটি বৃহৎ দেশ কিন্তু সরকার ও প্রশাসন অতি ছোট। বাংলাদেশ ছোট দেশ কিন্তু সরকার ও প্রশাসন তুলনামূলকভাবে খুবই বড়। ভারত একটি বড় দেশ এবং তাদের রয়েছে বড় সরকার ও বড় প্রশাসন। বড় প্রশাসন অর্থ হচ্ছে অতি নিয়ন্ত্রণ যা কোনো মতেই উৎপাদনশীল নয়। বড় প্রশাসন ও অতি নিয়ন্ত্রণের দেশগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সামনে এগোতে পারে না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণ অনেক দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফাঁদে আক্রান্ত এবং প্রশাসন অত্র জটিলতায় জিম্মি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে উত্তম প্রশাসনের অংশ হিসেবে উন্মুক্ত-বাজার অর্থনীতি, উদার ও উৎপাদনশীল নীতি নির্ধারণ, বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ খাতে সামাজিক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নয়ন এবং আয়কর আদায়ের আওতা বৃদ্ধি ইতাদি অবশ্য উত্তম প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশে সুশাসন কায়েমে এসব ব্যাপারে সরকারকে আরো মনোযোগী হতে হবে।

ড. এম. আজিজুর রহমান: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি